Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান জেবা

রোলঃ 227020263

৩০ নভেম্বর,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

মুমিনের গুণ ও মর্যাদা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান জেবা
রোলঃ 227020263

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান জেবা, আইডিঃ 227020263 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " মুমিনের গুণ ও মর্যাদা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

ইসরাত জাহান জেবা

আইডিঃ 227020263

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

সূচিপত্র

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য যিনি আমাকে মুসলিমরূপে সৃষ্টি করেছেন এবং পথপ্রদর্শনের জন্য ইসলামকে জীবনব্যবস্থা হিসেবে দিয়েছেন। হিদায়াত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার পক্ষ থেকে দেওয়া এক অপূর্ব নিআমত। তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই এবং যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে হিদায়াত দান করার কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এক ও অদ্বিতীয় এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ আল্লাহর প্রেরিত বান্দা ও রাসূল। শুকরিয়া সেই মহান রব্বুল আলামীনের দরবারে যিনি আমাকে 'মুমিনের গুণ ও মর্যাদা' শিরোনামের এই মুফিদ বিষয়টির উপরে গবেষণা করার জন্য মনোনীত করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ! আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল 'আলামীন!

অসংখ্য দরুদ ও সালাম প্রেরিত হোক আমার সর্দার সায়্যিদিনা মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ এর প্রতি, যিনি আমাদের সামনে মুমিনের উত্তম গুণাবলির বাস্তব উদাহরণ স্থাপন করেছেন।

'মুমিনের গুণ ও মর্যাদা' উক্ত শিরোনাম ধরে আগালে প্রথমেই দুটি বিষয় চক্ষুগোচর হয়- 'মুমিনের গুণ' এবং 'মুমিনের মর্যাদা'। সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কিত আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারীমেই সমগ্র একটি সূরাহ অবতীর্ণ করেছেন 'سورة المؤمنون' নামে। যেখানে শুরুয়াত হচ্ছে এভাবে-

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
(٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (٧) وَٱلَّذِينَ
هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ (٨) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
(١٠) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ (١١)

অর্থাৎ, অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা আনন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে

কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্ন বান। আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাযত করে। তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউদের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা মুমিনূন, আয়াত:১-১১)

সূরা মুমিনুন এর প্রথম **১১** আয়াতে মুমিনদের গুণ বা বৈশিষ্ট্য স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাই বলে দিয়েছেন এবং তাদের গন্তব্যস্থল জান্নাত নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যা মুমিনের জীবনের চূড়ান্ত মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ। উক্ত অভিসন্দর্ভটিতে **'মুমিনের গুণ ও মর্যাদা'** বিষয়ক বিস্তারিত কিছু আলোচনার চেষ্টা করেছি। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এই প্রবন্ধটিকে মুফিদ এবং মাকবুল করুন; সর্বপ্রথম আমাকে এর উপর আমল করার তাওফিক দিন এবং যারা পড়বেন তাদেরকে এর দ্বারা উপকৃত হওয়ার ও আমল করার তাওফিক দিন। সেই সাথে কৃতজ্ঞতা ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা এবং মাদ্রাসার সাথে জড়িত উস্তাযা-উস্তাযাহসহ উক্ত গবেষণার সাথে জড়িত সকল মানুষের প্রতি যাদের উসিলায় রব্ব আমাকে এই কাজ আঞ্জাম দেয়ার তাওফিক দান করলেন। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মুমিন কারা?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ.

অর্থাৎ, মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ইমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ। (সূরা হুজুরাত, ৪৯:১৫)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(٢) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ(٣) أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(٤)

অর্থাৎ, মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চমর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযক। (সূরা আনফাল, ২-৪)

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

মুমিন সেই ব্যক্তি, যার কাছ থেকে মানুষের জান-মাল নিরাপদ থাকে। এবং মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকে। (সহীহ বুখারি, হাদিস: ১০)

মুমিন শব্দটি আরবি শব্দ **'ইমান'** থেকে এসেছে যার অর্থ **'বিশ্বাসী'**। ইমানদার ব্যক্তিকে মুমিন বলা হয়। ইমানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কুরআনুল কারীমে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে- ইমান এবং গায়েব। শব্দ দু'টির অর্থ যথাযথভাবে অনুধাবন করলেই মুমিনের পুরোপুরি তাৎপর্য ও সংজ্ঞা হৃদয়াঙ্গম করা সম্ভব হবে।

ইমান শব্দের আভিধানিক অর্থ, কারো কথাকে তার বিশ্বস্ততার নিরিখে মনেপ্রাণে মেনে নেওয়া। শরীয়াহর পরিভাষায়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দেয়া কোনো সংবাদ কেবলমাত্র তার উপর বিশ্বাসবসত মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়।

গায়েব শব্দের আভিধানিক অর্থ, এমন সব বস্তু যা বাহ্যিকভাবে মানবকুলের জ্ঞানের উর্ধ্বে এবং মানুষ পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভব করতে পারে না। কুরআনুল কারীমে গায়ব শব্দ দ্বারা ঐ সকল বিষয়কেই বুঝানো হয়েছে, যা মানুষ স্বীয় বুদ্ধিবলে ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনুভব করতে সম্পূর্ণরুপে অক্ষম এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ যার সংবাদ দিয়েছেন। যেমন: আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব ও সত্ত্বা, সিফাত বা গুণাবলী এবং তাকদীর সম্পর্কিত বিষয়সমূহ, জান্নাত-জাহান্নাম, কিয়ামত এবং তা সংগঠিত হওয়ার ঘটনাসমূহ, ফেরেশতাকূল, সমস্ত আসমানী কিতান, পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসূলের (আলাইহিমুস সালাম) বিস্তারিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

ইমান, ইয়াকিন, ইখলাস, তাকওয়া, তাযকিয়া ও ইহসান অর্জনের মধ্য দিয়ে মানুষ মুমিন হয়।

পবিত্র কুরআনুল কারীমের শুরুতেই এসেছে,

আলিফ লাম মীম! এই সেই মহাগ্রন্থ, যাতে কোনো সন্দেহ নেই, এটি মুত্তাকিদের জন্য পথনির্দেশ। যারা অদৃশ্যে বিশ্বাস স্থাপন করে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদের যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা ব্যয় করে। আর যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাবের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আপনার পূর্বে যেসব কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিও, আর তারা পরকালে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। এরা এদের রবের পক্ষ থেকে হিদায়াতের ওপরে রয়েছে, আর এরাই সফলকাম। (সূরা বাকারাহ, ১-৫)

সূরা মুমিনুন এ আল্লাহ ﷻ মুমিন তাদেরকে বলেছেন–
- যারা তাদের নামাযে মনোযোগী।
- যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকে।
- যারা জাকাত আদায়কারী।
- যারা নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাজতকারী।
- যারা নিজেদের আমানত ও চুক্তিসমূহ পূর্ণ করে।

• যারা নিজেদের নামাজে যত্নবান অর্থাৎ নিয়মিত নামাজ আদায় করে এবং অন্যকে আদায়ের উপদেশ দেয়।

• যারা তাওবাহকারী, ইবাদতকারী, আল্লাহর প্রশংসাকারী, রুকু-সিজদাহকারী, সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধকারী এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার মধ্যে আত্মসমর্পণকারী।

উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যতীতও কুরআনুল কারিমের বহু জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের পরিচয় সম্পর্কে আমাদেরকে অবগত করেছেন।

অর্থাৎ বলতে পারি, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার একত্ববাদে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে তার প্রতিটি হুকুম মেনে চলে এবং তদানুযায়ী আমল করে তাকেই মুমিন বলে। এভাবেও বলা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহ ﷻ এবং তার প্রেরিত নবী-রাসূল (আলাইহিমুস সালাম), ফিরিশতা, কিতাব, পরকাল ও তাকদীরের প্রতি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস স্থাপন করে আর ঈমান গ্রহণের পর সে ঈমান থেকে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হয়নি সে-ই মুমিন।

মুসলিম ও মুমিনের পার্থক্য

মুসলিম শব্দটি এসেছে "**ইসলাম**" শব্দ থেকে, যার অর্থ আল্লাহর প্রতি **আত্মসমর্পণ।** মুসলিম সেই ব্যক্তি, যিনি মুখে কালিমা উচ্চারণ করেন এবং ইসলামের বাহ্যিক বিধি-বিধান (সালাত, রোজা, হজ্জ, জাকাত) পালন করেন। তবে মুসলিম হওয়া মূলত বাহ্যিক চর্চার উপর ভিত্তি করে। এবং মুমিন শব্দটি এসেছে "ইমান" থেকে, যার অর্থ বিশ্বাস বা নিশ্চিত হওয়া। মুমিন হলেন সেই ব্যক্তি, যার অন্তরে আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও নির্ভরতা বিদ্যমান। এটি শুধুমাত্র মুখের কথায় সীমাবদ্ধ নয়; বরং অন্তরের গভীরতায় ইমানের প্রভাব দেখা যায় তার কাজ ও আচরণে।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে স্পষ্টভাবে মুসলিম ও মুমিনের পার্থক্য তুলে ধরেছেন।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

"আর বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। (হে নবী! তুমি) বল, তোমরা ঈমান আননি। বরং তোমরা বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করলাম। কারণ ঈমান এখনো তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করেনি।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৪)

"মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রাসূলের উপর ঈমান এনেছে, অতঃপর আর কোন সন্দেহ করেনি এবং তারা নিজেদের জান-মাল আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছে।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৫)

অর্থাৎ, মুসলিম হওয়া বাহ্যিক আত্মসমর্পণ কিন্তু মুমিন হওয়া অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। একজন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করতে পারেন, তবে তার অন্তরে সত্যিকারের ঈমান প্রবেশ না-ও করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

"মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার হাত ও জবান থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। আর মুমিন সেই ব্যক্তি, যার উপর মানুষের জান ও মাল নিরাপদ থাকে।" (সহিহ বুখারী ও মুসলিম)

উক্ত হাদিস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম হওয়া বাহ্যিক আচরণে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে, যেমন: জবান ও হাতের সংযম। কিন্তু মুমিন হওয়া এমন একটি স্তর, যেখানে তার বিশ্বাস অন্যদের জীবনে শান্তি এবং নিরাপত্তা বয়ে আনে।

রাসূল ﷺ ঈমানের স্তরসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন,

"ইসলাম হল, তুমি সাক্ষ্য দেবে যে আল্লাহ ﷻ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল, সালাত আদায় করবে, যাকাত দিবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং হজ্জ আদায় করবে। আর ঈমান হল, তুমি ঈমান রাখবে আল্লাহ, ফেরেশতাগণ, কিতাবসমূহ, রাসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম), কিয়ামত দিবস এবং তাকদীর (ভাল-মন্দ উভয়)।" (সহিহ মুসলিম)

সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলছেন,

"হে মুমিনগণ! তোমরা যথার্থভাবে আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা অবশ্যই মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

এখানে তিনটি ভিন্ন শব্দ লক্ষণীয়, মুমিন, মুত্তাকী (যাদের তাকওয়া আছে অর্থাৎ আল্লাহকে ভয় করে) এবং মুসলিম। মুসলিম হওয়া ইসলামের প্রথম স্তর। এটি একটি বাহ্যিক অবস্থান, যা ইসলামের বিধান মেনে চলায় প্রকাশিত হয়। অপরদিকে মুমিন এবং মুত্তাকী হওয়া আরও গভীর এবং অন্তরের অবস্থান, যা আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা, ত্যাগ এবং কাজের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেন,

"অতএব, আল্লাহর পথে সত্যিকারের সংগ্রাম কর। তিনি তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন এবং তোমাদের জন্য দ্বীনকে সহজ করেছেন।" (সূরা হাজ্জ, আয়াত: ৭৮)

আমরা যেন শুধু মুসলিম হয়ে না থাকি, বরং প্রকৃত মুমিন হতে পারি, আল্লাহ আমাদের সেই তাওফিক দিন।

পার্থক্যের দিক	মুসলিম	মুমিন

বিশ্বাসের গভীরতা	বাহ্যিক আত্মসমর্পণ	আন্তরিক এবং গভীর ঈমান
কর্ম ও আচরণ	ইসলামের নিয়ম পালন	নিয়ম পালন + আচার-আচরণে ঈমানের প্রতিফলন
উদ্দেশ্য	আল্লাহর আদেশ পালন	আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন
অভ্যন্তরীণ অবস্থান	অন্তর স্বচ্ছ না-ও হতে পারে	অন্তর থেকে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী

মুমিনের গুণাবলী

আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ (١) ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ
(٣) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَوٰةِ فَٰعِلُونَ (٤) وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَٰفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ (٧) وَٱلَّذِينَ
هُمْ لِأَمَٰنَٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَٰعُونَ (٨) وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَٰتِهِمْ يُحَافِظُونَ (٩) أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْوَٰرِثُونَ
(١٠) ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ (١١)

অর্থাৎ, অবশ্যই মুমিনগণ সফল হয়েছে। যারা নিজেদের সালাতে বিনয়াবনত। আর যারা অনর্থক কথাকর্ম থেকে বিমুখ। আর যারা যাকাতের ক্ষেত্রে সক্রিয়। আর যারা তাদের নিজেদের লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী। তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে তারা ছাড়া, নিশ্চয় এতে তারা আনন্দিত হবে না। অতঃপর যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। আর যারা নিজেদের আমানতসমূহ ও অঙ্গীকারে যত্ন বান। আর যারা নিজেদের সালাতসমূহ হিফাজত করে। তারাই হবে ওয়ারিস। যারা ফিরদাউদের অধিকারী হবে। তারা সেখানে স্থায়ী হবে। (সূরা মুমিনূন ২৩:১-১১)

মুমিনগণ তো পরস্পর ভাই ভাই। অতএব, তোমরা তোমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে মিল-মিশ করিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও। হে ঈমানদারগণ! একদল অন্য দলের উপহাস করবে না; সম্ভবত তারা তাদের চেয়ে উত্তম। (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১০-১৩)

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ(٢) ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ(٣) أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّاۚ لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ(٤)

অর্থাৎ, মুমিন তো তারা, যাদের অন্তরসমূহ কেপে উঠে যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয়। আর যখন তাদের উপর তার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে এবং যারা তাদের রবের উপরই ভরসা করে। যারা সালাত কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযক দিয়েছি, তা হতে ব্যয় করে। তারাই প্রকৃত মুমিন। তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের নিকট উচ্চ মর্যাদাসমূহ এবং ক্ষমা ও সম্মানজনক রিয্ক। (সূরা আনফাল, আয়াত: ২-৪)

"আর রহমানের বান্দারা তারাই, যারা পৃথিবীতে বিনীতভাবে চলাফেরা করে এবং যখন মূর্খরা তাদের সাথে কথা বলে, তখন তারা বলে 'শান্তি'। আর যারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে রাত অতিবাহিত করে সিজদাহ ও কিয়ামে। আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তি দূর করে দিন। নিশ্চয়ই তার শাস্তি চিরস্থায়ী।' নিশ্চয়ই এটি অবস্থানের জন্য অতি মন্দ ও চিরস্থায়ী আবাস। আর যারা ব্যয় করে, কিন্তু অপচয়ও করে না এবং কৃপণতাও করে না; বরং উভয়ের মধ্যবর্তী পথে থাকে। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে

না, ন্যায়সঙ্গত কারণে ছাড়া আল্লাহ যার প্রাণনাশ নিষিদ্ধ করেছেন, তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। আর যে ব্যক্তি এসব কাজ করে, সে শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন তার শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং সে সেখানে চিরকাল অপমানিত অবস্থায় থাকবে। তবে যারা তাওবা করে, ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কাজগুলোকে সৎকর্মে পরিণত করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। আর যে তাওবা করে এবং সৎকর্ম করে, সে তো আল্লাহর দিকে ফিরে আসছে যথাযথভাবে। আর যারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন অশ্লীল কথার সম্মুখীন হয়, তখন সম্মানজনকভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। আর যারা তাদের রবের আয়াতসমূহ তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলে, সেগুলোর প্রতি বধির ও

অন্ধ হয়ে পড়ে না। আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদের স্ত্রীগণ এবং আমাদের সন্তানদের আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য নেতা বানান।' তারাই ধৈর্যের কারণে উচ্চ মর্যাদার ঘর লাভ করবে এবং সেখানে তারা অভ্যর্থনা ও শান্তি লাভ করবে। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। সেটি কীই না চমৎকার আবাস ও চিরস্থায়ী অবস্থান!" (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩-৬৮)

ٱلتَّٰٓئِبُونَ ٱلْعَٰبِدُونَ ٱلْحَٰمِدُونَ ٱلسَّٰٓئِحُونَ ٱلرَّٰكِعُونَ ٱلسَّٰجِدُونَ ٱلْءَامِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱلْحَٰفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, তারা তাওবা করে, ইবাদত করে, প্রশংসা করে, ভ্রমণ করে, রুকু করে, সিজদাহ করে, সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে এবং আল্লাহর বিধানগুলো রক্ষা করে। মুমিনদের সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবাহ, আয়াত:১১২)

إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَٰتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْقَٰنِتِينَ وَٱلْقَٰنِتَٰتِ وَٱلصَّٰدِقِينَ وَٱلصَّٰدِقَٰتِ وَٱلصَّٰبِرِينَ وَٱلصَّٰبِرَٰتِ وَٱلْخَٰشِعِينَ وَٱلْخَٰشِعَٰتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ وَٱلصَّٰٓئِمَٰتِ وَٱلْحَٰفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَٰفِظَٰتِ وَٱلذَّٰكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّٰكِرَٰتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোজা পালনকারী পুরুষ ও রোজা পালনকারী নারী, নিজেদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণকারী পুরুষ ও নারী এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী—আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। (সূরা আহযাব, আয়াত:৩৫)

يَٰبُنَىَّ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأْمُرْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ
وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ
وَٱقْصِدْ فِى مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَٰتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ

অর্থাৎ, হে আমার সন্তান! সালাত কায়েম করো, সৎ কাজের আদেশ দাও, অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখো এবং যা তোমার উপর আপতিত হয়, তার ধৈর্য ধারণ করো। নিশ্চয়ই এটি দৃঢ় সংকল্পের কাজ। এবং মানুষদের প্রতি অবজ্ঞাভরে মুখ ফিরিয়ে নিও না এবং জমিনে গর্বিত

হয়ে চলাফেরা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোনো অহংকারী, গর্বিত ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না। তোমার চলায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং তোমার কণ্ঠস্বর নিচু করো। নিশ্চয়ই সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ হলো গাধার ডাক। (সূরা লুকমান)

ذَٰلِكَ ٱلْكِتَٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ
ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِٱلْءَاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, এই সেই কিতাব, এতে কোনো সন্দেহ নেই; এটি মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক। যারা অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনে, সালাত কায়েম করে এবং যা কিছু আমরা তাদেরকে দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে। এবং যারা আপনার প্রতি অবতীর্ণ কিতাব এবং আপনার পূর্ববর্তী নবীদের প্রতি অবতীর্ণ কিতাবসমূহে বিশ্বাস করে, এবং আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে। তারাই তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়াতে রয়েছে এবং তারাই সফলকাম। (সূরা বাকারাহ, আয়াত:২-৫)

একজন পরিপূর্ণ মুমিনের পরিচয় হলো, উত্তম আখলাকের অধিকারী হওয়া। রাসূলুল্লাহ ﷺ ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং তিনিই মুমিনের একমাত্র অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا۟ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْءَاخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا

অর্থাৎ, "তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল (মুহাম্মাদ ﷺ) এর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, তার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আশা রাখে এবং পরকালকে মনে রাখে এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে।" (সূরা আহযাব, আয়াত: ২১)

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আপনি (হে মুহাম্মাদ) এক মহৎ চরিত্রের অধিকারী।" (সূরা কলাম, আয়াত: ৪)

এছাড়া মুমিনের উত্তম আখলাকের উপর গুরুত্বারোপ করে অংসখ্য আয়াত ও হাদিস বর্ণিত হয়েছে।
তন্মধ্যে–

- বিনম্রতা এবং নম্রতা:

وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنًۭا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَـٰهِلُونَ قَالُوا۟ سَلَـٰمًۭا

"রহমানের বান্দারা তারা, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা তাদের সঙ্গে কথা বললে তারা বলে, ‘সালাম।’" (সূরা ফুরকান, আয়াত: ৬৩)

- ক্ষমা ও সহনশীলতা:

وَلْيَعْفُوا۟ وَلْيَصْفَحُوٓا۟ ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ

"তোমরা তাদের ক্ষমা করো এবং তাদের ব্যাপারে উদার হও। তোমরা কি আশা করো না যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করবেন?" (সূরা আন-নূর: ২৪:২২)

- ভালো কথা বলা এবং রাগ দমন করা:

وَٱلْكَـٰظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

"যারা রাগ দমন করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে। আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।" (সূরা আলে-ইমরান: ৩:১৩৪)

- সৎভাবে কথা বলা:

وَقُولُوا۟ لِلنَّاسِ حُسْنًۭا

"মানুষের সঙ্গে সুন্দর কথা বলো।" (সূরা বাকারা: ২:৮৩)

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষ্যমতে,

- উত্তম চরিত্র উত্তম ঈমানের পরিচায়ক:

"মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যার চরিত্র সর্বোত্তম।" (তিরমিজি: ১১৬২)

- অন্যের জন্য ভালোবাসা:

"তোমরা প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা নিজের জন্য যা চাও, তা তোমার ভাইয়ের জন্যও না চাও।" (সহিহ বুখারি: ১৩)

- নম্রতা ও দয়ার পরিচায়ক:

"আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, যে নম্র এবং দয়ালু।" (সহিহ মুসলিম: ২৫৯৪)

- রাগ নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব:

"তোমার শক্তিশালী হওয়া এটাই নয় যে, তুমি কাউকে পরাজিত করেছ। বরং শক্তিশালী সে, যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।" (সহিহ বুখারি: ৬১১৪)

- প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার:

"তোমার প্রতিবেশীর প্রতি সদাচার করো, কারণ ভালো প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করা ঈমানের অংশ।" (সহিহ বুখারি: ৬০১৪)

উল্লেখিত আয়াত এবং হাদিস পর্যালোচনা করলে মুমিনের গুণ বা গুণাবলি বলতে মোটাদাগে কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের সামনে আসে। যেমন–

- দৃঢ় ঈমানী চেতনা।
- সালাত কায়েম।
- যাকাত আদায়।
- নাফসের পরিশুদ্ধিতা।
- তাওয়াক্কুল ও সবর।
- সত্যবাদি ও আমানতদার।
- বিনয়ী ও নম্র।
- লজ্জাস্থানের হেফাজত।
- অহংকারহীনতা ও কৃতজ্ঞতা।
- অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা।
- আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ।
- সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ।

উক্ত আয়াতগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে যদি আমরা আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি এবং উল্লেখিত বৈশিষ্ট্য প্রকৃতার্থে ধারণ করতে সক্ষম হই তবে প্রকৃত মুমিন হওয়ার পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব। বিত তাওফিক।

ঈমান: যে গুণ ছাড়া মুমিন হওয়া যায় না

ঈমান হলো,

تصديق جميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم

অর্থাৎ, রাসূল ﷺ যে দ্বীন নিয়ে এসেছেন তা মনে-প্রাণে মেনে নেওয়া।

- **আল্লাহ তা'আলার সম্পর্কে ঈমান**

আল্লাহ তা'আলাকে সত্তা হিসেবে এক মানা, এবং তিনি গুণাবলীতেও একক এ কথা বিশ্বাস করা। অর্থাৎ তাঁর কুদরতের মত কোন কুদরত নেই। তাঁর দেখার মত কারো দেখা নয়। তাঁর শ্রবণের মত কারো শ্রবণ নয়। তিনি অদৃশ্যের খবর রাখেন। তিনি সমস্ত কঠিনকে সহজ করেন, তিনি রিযিকদাতা, তিনি হায়াত ও মৃত্যুর মালিক। তিনি উপকার ও ক্ষতির মালিক। তাঁর দেখার জন্য চোখের প্রয়োজন নেই। শুনার জন্য কানের মুখাপেক্ষী নন। তিনি সর্বদা শরীর ও স্থান থেকে পবিত্র। আরশ কুরসী তাঁর স্থান নয়। বরং তা তাঁর কুদরতের প্রকাশ। তিনি সর্বদা আছেন এবং থাকবেন। সকলেই তার মুখাপেক্ষী। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। মাতা-পিতা, স্ত্রী-সন্তান এবং অন্যান্য আত্মীয় সম্পর্ক থেকে তিনি সম্পূর্ণ পবিত্র। একজন ঈমানদারের জন্য আল্লাহ তা'আলার প্রতি এমন আকীদা-বিশ্বাস রাখাই উচিত।

- **ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান**

ফেরেশতাগণ আল্লাহ তা'আলার নূরের সৃষ্টি মাখলুক। তারা নাফারমানী করে না। আল্লাহ তা'আলা তাদের যে কাজের হুকুম করেন তা তারা অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠার সাথে পালন করে থাকেন। তারা ক্ষুধা-তৃষ্ণা এবং ঘুম হতে মুক্ত। তারা নারীও নন, পুরুষও নন।

- **আসমানী কিতাব**

যেভাবে আল্লাহ তা'আলা, রাসূলগণ এবং ফেরেশতাগণের উপর ঈমান আনয়ন করা অবশ্যক; তেমনিভাবে তার সকল নবী ও রাসুলগণের উপর যে সমস্ত কিতাব নাযিল হয়েছে; তার উপরও ঈমান আনয়ন করা আবশ্যক। আর্থাৎ এ বিশ্বাস করা যে, নাজিলকৃত এ সকল কিতাবও সত্য। কেউ এগুলোকে অসত্য মনে করলে কাফের হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কোন একটিকেও অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যাবে।

কুরআন হল, আল্লাহর কালাম যা তার শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে তেইশ বছরে অল্প অল্প করে নাজিল করেছেন। পবিত্র কুরআন এর একটি মুজেযা হল যে, তার মত আর কোন কিতাবই কিয়ামত পর্যন্ত হবে না। আর কুরআনের সমতুল্য কোন কিতাব কিয়ামত পর্যন্ত কোন ব্যক্তি রচনা করে দেখাতে পারবে না। আর এই কুরআনই পূর্বের সমস্ত আসমানী কিতাবকে রহিত করেছে। কুরআন কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জন্য হিদায়াতের পথ, আমলের সংবিধান, জীবননীতি। কুরআন সম্পর্কে এটাই আমাদের আকীদা হওয়া জরুরী।

- **আম্বিয়াগণের উপর ঈমান**

প্রত্যেক মুমিনের জন্য আবশ্যক হল, সামগ্রিকভাবে সমস্ত নবীর উপর ঈমান আনবে এবং তাদের সম্পর্কে এ আকীদা-বিশ্বাস রাখবে যে,

১. নবীগণ আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী ও সম্মানিত বান্দা; যাদেরকে নবুওয়াতের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে।

২. নবীগণ সত্যতা, আমানত, ইলম ও হিকমাতের দিক থেকে সমস্ত মাখলুকের চাইতে শ্রেষ্ঠ।

৩. নবীগণ প্রত্যেক প্রকারের সগীরা গুণাহ, কবীরা গুণাহ, বিশেষভাবে কুফর, শিরক থেকেও নিষ্পাপ। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এসকল জিনিস থেকে নবুওয়াতের পূর্বে ও পরে হেফাযত করেছেন।

৪. নবীগণ মানুষ হলেও তাঁরা অসাধারণ ও পাপমুক্ত। কিন্তু তাঁরা ফেরেশতা থেকে আলাদা। যেহেতু তাঁরা মানুষ ছিলেন, তাই মানুষের জৈবিক চাহিদা থেকে মুক্ত ছিলেন না। যেমন- প্রসাব, পায়খানা।

- **রাসূল ﷺ সম্পর্কে আকীদা**

রাসূল ﷺ এর সম্পর্কে প্রত্যেক মুমিনকে নিম্নোক্ত আকীদা রাখা জরুরী–

১. রাসূল ﷺ প্রত্যেক নবী ও রাসূলগণের সর্দার।

২. তার নবুওয়াতের সাক্ষ্য ব্যতিত কোন ব্যক্তির ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।

৩. তিনি সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও আল্লাহ তা'আলার প্রিয় বান্দা।

৪. রাসূল ﷺ কিয়ামত পর্যন্ত আগত সমস্ত মানুষের জন্য এবং সমস্ত জামানার জন্য রাসূল।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দুনিয়ার সমস্ত মানুষ ও জ্বীনদের জন্য রাসূল বানিয়ে পাঠিয়েছিলেন এবং নবী ও রাসূলগণের পরম্পরা রাসূল ﷺ
এর নবুওয়াতের পর সমাপ্ত হয়েছে। সে জন্য রাসূল ﷺ এর পরে আর কোন নবী-রাসূল আসবেন না।

কুরআনুল কারিমে বর্ণিত হয়েছে-

وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

অর্থাৎ মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রাসূল ও শেষ নবী। (সূরা আহযাব, আয়াত: ৪০)

অতএব এ আয়াতের আলোকে যে ব্যক্তি খতমে নবুওয়াত অস্বীকার করবে সে কাফের হয়ে যাবে।

৬. রাসূল ﷺ আল্লাহ তা'আলার বান্দা ও পরিপূর্ণ পবিত্র মানুষ। তিনি ফেরেশতা বা নূর নন। বরং আদম বরং আদম আলাইহিস সালাম এর মত তিনিও মানুষ। আর তার সন্তানদের মধ্য থেকে একজন সন্তান। এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আহর আকীদা।

৭. আমাদের আকীদা হল আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জাগ্রতাবস্থায় স্বশরীরে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত এবং সেখান থেকে সাত আসমান সফর করিয়েছেন। এবং রাতেই তিনি মক্কাতে ফেরত এসেছেন।

- **কিয়ামত সম্পর্কে আকীদা**

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই জন্ম নেয়ার পর থেকে তিনটি বিষয়ের অতিক্রম করতে হয়।

১. আলমে দুনিয়া তথা জন্মের পর মৃত্যু পর্যন্ত।

২. আলমে বারযাখ তথা মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত। শুধুমাত্র কবরে থাকলেই যে সেটা তার বারযাখ, এমনটি নয়। বরং কোন প্রাণীর পেটে বা সমুদ্রে এমনকি সে যেখানেই থাকুক না কেন তার জন্য সেটাই বরযাখ।

৩. আলমে আখেরাত তথা কিয়ামত হওয়ার পর থেকে নিয়ে সদা সর্বদা তথা অনন্তহীন পর্যন্ত।

আমাদের আমল নামার ওজন করা হবে এবং আমল নামা ওযন করার সময় ইনসাফের দাড়িপাল্লা দাঁড় করানো হবে। ওজন করার পর ডান হাতে নেক আমল আর বাম হাতে বদ আমল রাখা হবে। যার নেকীর পাল্লা ভারি হবে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে। আর যার গুনাহের পাল্লা ভারি হবে তার আমলনামা বাম হাতে দেয়া হবে। নেককার খুশিতে নিজের আমলনামা দেখাবে। আর গুণাহগার আফসোসের সাথে ঘুরে বেড়াবে। অতঃপর সকলকে পুলসিরাত অতিক্রম করতে হবে। তারপর জান্নাত নতুবা জাহান্নাম। কাফের সর্বদার জন্য জাহান্নামে থাকবে। আর নাফরমান মুসলমান নিজের নাফারমানীর শাস্তি পেয়ে জান্নাতে যাবে।

সালাত: মুমিনের প্রাণ

পবিত্র কুরআনুল কারিম থেকে,

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ.

অর্থাৎ, মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশকরে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা সালাত আদায়কারী। যারা তাদের সালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। (সূরা মাআরিজ, আয়াত: ১৯-২৩)

একটি দীর্ঘ ও কর্মব্যস্ত সময় কাটানো ক্লান্ত ব্যক্তির জন্য জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া কতই না কঠিন। নরম ও আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থেকে মুয়াজ্জিনের 'সালাতের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো' ডাকে সাড়া দেয়া কতইনা কঠিন।

বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা একবার তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে- একদা ভীষণ ঠান্ডা রাতে তিনি ও তাঁর গোলাম খোরাসানের একটি সরাইখানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাতে তিনি খুব পিপাসা অনুভব করলেন। গোলামকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলেন। এই আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠে পানি আনতে গোলামের ইচ্ছে হল না, তাই সে ইবনে সিনার ডাক না শোনার ভান করল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে সে বিছানা থেকে উঠে অবশেষে মুনিবের জন্য পানি নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর আযানের মনোরম সুরেলা ধ্বনি বাতাসে গুঞ্জরিত হল। মোয়াজ্জিন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ইবনে সিনা মোয়াজ্জিনের কথা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন, আমার গোলাম আবদুল্লাহ, সে সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আমাকে খুশি করার জন্য সুযোগ তালাশ করে, কিন্তু আজ রাতে সে আমার প্রয়োজনের চাইতে নিজ আরামের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছে।

অন্যদিকে এই পারস্য গোলাম। সে আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বের হয়েছে। ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করেছে। মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে তাঁর মালিক আল্লাহর গুণকীর্তন করছে। তাঁর ইবাদতের দিকে ডাকছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।"

রাতের ঘটনা ইবনে সিনা লিপিবদ্ধ করেন, "আজ রাতে আমি সত্য ভালোবাসা চিনতে পেরেছি, ওই ভালোবাসা যা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য থেকে তৈরি হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি হল সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য।"

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"(হে নবি! মানুষকে) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১)

"প্রারম্ভেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম। সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম।" কথা খুব স্পষ্ট; সত্যিকারের রব্ব হলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী। তিনিই সবচে' মহান। একমাত্র তিনিই ক্লান্ত হন না, তাঁর কোনো আরামের প্রয়োজন হয় না, তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন।

الله اكبَر

"আল্লাহ সবচেয়ে মহান"

যখন এই বার্তা মানুষের মনে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে, যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট বিনম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। নম্রতা ও সম্মান দেখানোর এরচে' ভালো কী পদ্ধতি থাকতে পারে যে-সে তার প্রভুর সামনে গোলামের মত দাঁড়াবে,

তাঁর নিকট মাথা নত করবে এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে; হাত উঠিয়ে তাঁর প্রশংসা করবে।

সালাত বান্দার উপর চাপিয়ে দেয়া কোনো বোঝা নয় বরং এটা হল প্রত্যেক অন্তর-আত্মার ক্রন্দন। যে হৃদয় আল্লাহকে চিনেছে সে হৃদয়ের কান্না। এটা হল আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাঁর নিকট বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কেউ আমাদের সাহায্য করলে আমরা হাসি মুখে সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যিনি আমাদের প্রতিটি চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা পূরণ করেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না? মুমিন নারী ও পুরুষ এভাবেই আমাদের চারপাশের আল্লাহর নিখুঁত ও নির্ভুল সৃষ্টি, সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নিআমতের শুকরিয়া আদায় করে এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান প্রতিপালকের দরবারে!

أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، نصفه له ونصفه لي، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين) [الفاتحة: 2] ، قال الرب: حمدني عبدي، فإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، قال الرب: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين ، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ، قال: هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] ، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل.

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ বলেন-

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- "আমি সালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়।"

বান্দা যখন বলে- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِين
অর্থাৎ, যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

তখন আল্লাহ বলেন, **"আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।"**

বান্দা যখন বলে- الرَّحْمنِ الرَّحِيم.
অর্থাৎ, **যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু।**

তখন আল্লাহ বলেন, **"আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।"**

বান্দা যখন বলে- مَالِكِ يَوْمِ الدِّين
অর্থাৎ, **বিচার দিনের মালিক।**

তখন আল্লাহ বলেন, **"আমার বান্দা আমার আজমতের (বড়ত্বের) প্রশংসা করেছে।"**

বান্দা যখন বলে- إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْن
অর্থাৎ, **আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি।**

তখন আল্লাহ বলেন, **"এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।"**

অতঃপর বান্দা যখন বলে-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّين
অর্থাৎ, **আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। আর তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।**

তখন আল্লাহ বলেন, **"এসব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।" (সহিহ মুসলিম, ৩৯৫)**

প্রতিদিন ৫ ওয়াক্তের সালাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে কোনো মন্তব্য বা অবহেলা করার অধিকার দেননি। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনে ৮২ বার সালাত কায়েমের প্রতি নির্দেশ করেছেন। তন্মধ্যে 'আকিমুস সালাহ' বা সালাত প্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি নির্দেশিত আয়াত–

وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ

অর্থাৎ, "তোমরা সালাত কায়েম করো, জাকাত আদায় করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৩)

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই সালাত মুমিনদের উপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফরজ করা হয়েছে।" (সূরা আন নিসা, আয়াত: ১০)

إِنَّنِىٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنَا۠ فَٱعْبُدْنِى وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِىٓ

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আমি আল্লাহ, আমার ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অতএব, আমাকে ইবাদত কর এবং আমার স্মরণে সালাত কায়েম কর।" (সূরা ত্বাহা, আয়াত: ১৪)

وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

অর্থাৎ, "তুমি কিতাব থেকে যা ওহি করা হয়েছে তা পাঠ করো এবং সালাত কায়েম করো। সালাত অশ্লীলতা ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। এবং আল্লাহর স্মরণ সবচেয়ে বড়। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ তা জানেন।" (সূরা আনকাবুত, আয়াত: ৪৫)

অতএব এটা প্রত্যেক বান্দার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বান্দা যদি ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে অর্থাৎ ৫ ওয়াক্তের কম সালাত আদায় করে তাহলে এটা চরম অবাধ্যতা হবে। এছাড়াও এতে সালাতের সুফল কম পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, একটি রুমকে তখনই বাসযোগ্য রুম বলা যাবে যখন এতে ৪টি দেয়াল ও একটি ছাঁদ থাকবে, যদি এটা থেকে একটি দেয়াল বা ছাঁদ সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এটাকে রুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে প্রতিদিনের ৫ ওয়াক্তের সালাত আদায় করলে ওই পুরো দিনে সালাতের উপকার লাভ করা যাবে, অন্যথায় যাবে না।

মুমিনের সালাতের বিশেষত্ব

قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ. ٱلَّذِينَ هُمْ فِى صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ.

অর্থাৎ, মুমিননগণ সফল হয়েছে। যারা তাদের সালাতে বিনয়ী-নম্র। (সূরা মুমিনুন, আয়াত: ১-২)

উক্ত আয়াত দ্বারা বোঝা যায়, মুমিনের সালাতের বিশেষত্বই হচ্ছে মুমিনে বিনয় অর্থাৎ খুশু-খুযু। সালাতের ক্ষেত্রে খুশু, খুযু দুটো শব্দ ব্যবহার করা হয়। সালায়ে নিজের অন্তর ঝুকানো ও মনোযোগী করাকে "খুশু" বলে। আর প্রকাশ্য অঙ্গগুলো ঝুকানোকে খুযু বলে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার সীমাহীন সম্মান এবং তার সীমাহীন ভীতির কারণে মানুষের অন্তর আল্লাহর দিকে মনোযোগী হয়। এবং তার অঙ্গগুলো নড়াচড়া করে না। ডানে বামেও মনোযোগী হয় না। নিজের কাপড় ও শরীরের প্রতি খেয়াল করে না। হাই তোলা থেকে বিরত থাকে। মানুষের অন্তর পরিপূর্ণ নামাযের দিকে মনোযোগী হওয়া উচিত।' (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

عَنْ أَبَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلًا يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ .

হযরত আবান রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রহ. একজন ব্যক্তিকে নামাযে দাঁড়ি নিয়ে খেলতে দেখে বললেন, নিশ্চয় আমি এটা দেখে বলছি, যদি তার অন্তর নামাযের প্রতি মনোযোগী হত তবে তার অঙ্গও বিনম্র থাকত নড়াচড়া করত না।' (আলমুসান্নাফ, আব্দুর রাযযাক- হাদীস নং ৩৩০৮, মা'রিফাতুস সুনান ওয়াল আসার- হাদীস নং ৪২৭৫)

অর্থাৎ, শরীয়তের নিয়মানুযায়ী তার অঙ্গ নামাযে নিজের জায়গায় থাকত। নামায যেহেতু আল্লাহর দরবারের উপস্থিতি স্বরুপ এজন্য পরিপূর্ণ মনোযোগের সাথে নামায পড়ার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রকাশ্য অঙ্গগুলির মধ্যে খুশু-বিনয়-নম্রতা তখনই সম্ভব যখন অন্তরে খুশু, বিনয় নম্রতা সৃষ্টি হয়। ঐ প্রকাশ্য খুশু, বিনয়কে খুযু দ্বারাও ব্যাখ্যা করা হয়। এজন্য মুফাসসিরগণ খুশুকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন– প্রকাশ্য খুযু এবং অপ্রকাশ্য খুযু।

- **প্রকাশ্য খুশু:**

প্রত্যেক অঙ্গের মধ্যে খুশু হওয়া। যেমন-

মাথার খুশু: মাথা সোজা রাখবে, উপরের দিকে উঠাবে না নিচেও ঝুকাবে না। বরং সোজা রাখবে।
চোখের খুশু: চোখ ডানে বামে তাকাবে না। আর দাঁড়িয়ে থাকলে সিজদার দিকে চোখ রাখবে। রুকু করলে পায়ের উপর, সিজদাতে নাকের উপর, বৈঠকে কোলের ভিতর, ডান দিকে সালাম ফিরালে ডান কাঁধে, আর বাম দিকে সালাম ফিরালে বাম কাঁধের দিকে চোখ রাখবে।
কানের খুশু: কান নামাযে ইমাম সাহেব কেরাত পড়লে তা শুনবে একারণে উচ্চ আওয়াযে পড়ার বিধান রয়েছে। যা নিজে শুনতে পারে যাতে মনোযোগ উঠে না যায়।

জিহ্বার খুশু: জিহ্বা কেরাত ইত্যদি পড়ার সময় অতিসুন্দর করে আদায় করবে। শুধু মনে মনে পড়লে যথেষ্ট হবে না বরং জিহ্বা নড়াচড়া করতে হবে।

হাতের খুশু: এক হাতকে অপর হাতের উপর রেখে পরিপূর্ণ তা'যীমের সহিত নাভির নিচে বেঁধে গোলামের মত দাঁড়াবে।
পায়ের খুশু: পা এক জায়গাতে রাখবে। নড়াচড়া করবে না। দু' পা কেবলার দিকে সোজা রাখবে। আর দু' পায়ের মাঝে কমপক্ষে চার আঙ্গুল ফাঁকা রাখবে।

- **অপ্রকাশ্য খুশু:**

যেভাবে নামাযের জন্য জায়গা, কাপড়, শরীর পাক হওয়া জরুরী তেমনি নামাযের জন্য অন্তরের পবিত্রতাও জরুরী। অন্তরকে লোকদেখানো, সন্দেহ, মুনাফেকী ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে নামাযে দাঁড়ালে তার জন্য নামায মিরাজ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। সেরকমভাবে আল্লাহ ব্যতিত অন্যান্য জিনিসকে অন্তর থেকে বের করে দিবে চাই তা সম্পদ হোক বা ক্ষমতা। উদ্দেশ্য হল যতদুর সম্ভব অন্তরকে পরিস্কার করবে এবং নামাযের ভিতর অন্তরকে উপস্থিত রাখবে। এবং এটা খেয়াল করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলার দরবারে দাঁড়িয়ে আছি তখন আল্লাহর রহমতের নুর অন্তরে নাযিল হবে। বান্দার রূহ আল্লাহর মহাব্বতের সমুদ্রে ডুবে থাকবে।

খুশু না হওয়া অনেক বড় ক্ষতি

أَوَّلُ مَا تَفْقُدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمْ الْخُشُوعَ وَآخِرُ مَا تَفْقُدُوْنَ مِنْ دِيْنِكُمُ الصَّلَاةَ وَتَنْتَقِضُ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের দ্বীন থেকে সর্বপ্রথম খুশু হারিয়ে ফেলবে। আর সর্বশেষ নামায হারিয়ে ফেলবে। আর ইসলামের রশি এক এক করে খুলে পড়বে।" (তাফসীরে রুহ মাআনী-সূরা মুমিনুন)

অন্য হাদীসে রয়েছে-

كَمْ مِنْ قَائِمٍ حَقُّهُ مِنْ قِيَامِهِ التَّعَبُ وَالنَّصَبُ

অর্থাৎ, "অনেক মানুষই নামাযে এমনভাবে দাঁড়ায় যাদের কষ্ট ব্যতিত কিছুই অর্জন হয় না।"

নামাযে বান্দা গোপনে কথা বলে। কিন্তু অন্তর গাফেল হলে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ভ্রুক্ষেপ করেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا يَزَالُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انْصَرَفَ عَنْهُ.

অর্থাৎ, "আল্লাহ তা'আলা তার বান্দার প্রতি নামাযে দণ্ডায়মান থাকাকালীন পর্যন্ত রহমতের দৃষ্টিপাত করতে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত না করে। যখন সে অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করে তখন আল্লাহ তা'আলাও তার থেকে রহমতের দৃষ্টি উঠিয়ে নেন।"

খুশু অর্জনের পদ্ধতি

- অযু সহীহ হওয়া। অযুর সুন্নাত মুস্তাহাব এবং আদবের প্রতি লক্ষ করা।

এজন্য হাদীসে এসেছে-
عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ

অর্থাৎ, হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, পবিত্রতা (অযু) সালাতের চাবী। (মুসনাদে আহমাদ)

অযু সহীহ হলে নামাযেও খুশু সৃষ্টি হবে। মনে করুন আপনি চাবির মেকার থেকে চাবি বানালেন, কিন্তু চাবির দাঁত ঠিক মত না হলে তালা খুলবে না। এমনই ভাবে অযুর কোন সুন্নাত থেকে গেলে বা মাকরুহ এ লিপ্ত হলে অযুতে কমতি এসে যায়। আর অযুতে কমতি হলে ঐ কমতির প্রতিক্রিয়া নামাযে পড়ে। যেমন মিসওয়াক এর সুন্নাতকেই ধরুন। এই বড় সুন্নাত থেকে আজ কি পরিমাণ গাফেল।

অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ.

আমার উম্মতের উপর কষ্টের ভয় না থাকলে প্রতি নামাযের অযুতে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। (বুখারী)

- নামাযের জন্য তাড়াতাড়ি মসজিদে যাবে, যে নামাযের শুরুতে সুন্নাতে

মুআক্কাদাহ বা সুন্নাতে যায়েদা পড়ার হুকুম রয়েছে তা আদায় করবে। যাতে ফরযের পূর্বে মাশক-প্র্যাক্টিস হয়। এবং অন্তর বিভিন্ন প্রকার খেয়াল থেকে পরিস্কার হয়ে যাবে এবং ফরযের পরে সুন্নাত ও নফল গুরুত্বসহকারে আদায় করবে, যাতে করে ফরযের ত্রুটি তা দ্বারা পূর্ণ হয়।

হাদীসে বর্ণিত আছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ.

অর্থাৎ, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে সর্বপ্রথম হিসাব নেয়া হবে নামাযের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরযের মধ্যে যদি কোন ক্রুটি দেখা যায়, তবে মহান প্রভু বলবেন, লক্ষ করো, আমার বান্দার কোন নফল আমল আছে কি? তা দিয়ে তার ফরযের যতটুকু ক্রুটি আছে তা পূরণ করে দাও। পরে এতদনুসারেই হবে অন্যান্য সব আমলের অবস্থা। (তিরমিযী)

- নামাযের অনুবাদ স্মরণ করবে, যাতে বান্দা আল্লাহর সাথে যখন কথা

বলবে কি কথা বলে তা বুঝতে পারে। এজন্য প্রতিদিন দ্বীনদার যোগ্য আলেমের সোহবতে থেকে অল্প অল্প করে শিখে নিবে। আর দ্বীন শিক্ষা অর্জন করতে কোন প্রকার লজ্জা করা যাবে না। আর এটাও ভাববে না যে, শিক্ষক তো আমার চেয়ে বয়সে ছোট। বরং যখন যেসময় মানুষের সুযোগ হয় তখনই শিখার চেষ্টা করতে থাকবে। আর শিক্ষা করতে করতে মৃত্যু এলে পরিপূর্ণ শিক্ষা গ্রহণ করতে না পারলেও আখেরাতে পাকড়াও করা হবে না ইন শা আল্লাহ। আর চেষ্টাই না করলে সর্বাবস্থায় পাকড়াও করা হবে।

- যখন ইমাম পড়বে বা নিজে পড়বে তখন তার দিকে ভালোভাবে

খেয়াল করবে। যাতে করে মুমিমের সালাতের খুশু-খুযু বজায় থাকে এবং আল্লাহর কাছে বিশেষ মর্যাদা লাভ করে।

“সবর” মুমিনের জীবনের সাফল্যের সোপান

আল্লাহ তা’আলা মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। মানুষ পৃথিবীতে এসে আল্লাহ তা’আলার পক্ষ থেকে নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে থাকে। মানুষের প্রবৃত্তি তার জন্য এক পরীক্ষার বস্তু। এই প্রবৃত্তি-পূজা থেকে বেরিয়ে নিজেকে সঠিক পথের দিশারী বানানো আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশাল এক পরীক্ষা। অনুরূপ মানুষ ও জিনদের মধ্যে যারা সদা অন্যায়ের পথে ডাকছে তারা সঠিক পথের অনুসন্ধিৎসুদের জন্য বড় পরীক্ষা।

বান্দার সকল বিপদ নিম্নোক্ত চার প্রকারের অন্তর্ভুক্ত:

১. নিজের সত্তার ওপর বিপদ।

২. সম্পদের ওপর বিপদ।

৩. ইজ্জত-আবরুর ওপর বিপদ।

৪. পরিবার-পরিজন ও প্রিয় ব্যক্তিদের ওপর বিপদ।

বিপদের ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান। বরং অনেক সময় দেখা যায়, মুত্তাকি মুমিন সাধারণ মুমিনের তুলনায় বেশি বিপদের সম্মুখীন হয়। বাস্তবতা তা-ই বলে। বর্তমান সময়ে বিপদ আসলে সকল মানুষকেই সীমাহীন বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা যায়। মনে হয়, দুনিয়ার ভিত্তি যে বিপদাপদের ওপর রাখা হয়েছে-এ ব্যাপারে তারা অবগত নয়। তারা মনে হয় জানেই না যে, দুনিয়াতে সুস্থ ব্যক্তি অসুস্থতারই অপেক্ষা করে; যুবক অপেক্ষা করে বার্ধক্যের এবং অস্তিত্বশীল বস্তু অপেক্ষা করে, কখন তার অস্তিত্ব বিলীন হবে।

বিপদগ্রস্ত মুমিনকে জানতে হবে যে, বিপদের মাধ্যমে মূলত আল্লাহ তাআলা তাকে পরীক্ষা করছেন। তার ধ্বংস, বিনাশ বা শাস্তি বিপদের উদ্দেশ্য নয়। বরং উদ্দেশ্য হলো, তার সবর, ইমান ও আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তার সন্তুষ্টির পরীক্ষা করা। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার সকাতর প্রার্থনা শুনতে চান এবং তাকে আল্লাহর দরজায় করাঘাতকারী, ভগ্ন হৃদয়ে তাঁর সামনে উপস্থিত ও তাঁর কাছে সকল অভিযোগ ব্যক্তকারী হিসেবে দেখতে চান।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা কুরআনুল কারিমে ইরশাদ করেন,

وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, "আর অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দিন সবরকারীদের।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫৫)

অন্য আয়াতে বলেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, "যারা সবর অবলম্বন করে, তাদেরকে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে অপরিমিত।" (সূরা জুমার, আয়াত: ১০)

তিনি আরও বলেন:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ

অর্থাৎ, "আমি অবশ্যই তোমাদের পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারী ও সবরকারীদের এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থানসমূহ যাচাই করি।" (সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ৩১)

আল্লাহ তাআলা কুরআনে নব্বইয়ের অধিক স্থানে 'সবর' শব্দটি উল্লেখ করেছেন। সবরকে অনেক কল্যাণ ও মর্যাদার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং সবরকে এগুলোর পূর্বশর্ত অভিহিত করেছেন। আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য এমন সব নিয়ামত রেখেছেন, যা অন্যদের জন্য রাখেননি।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

অর্থাৎ, "ওরা তারাই, যাদের প্রতি তাদের রবের পক্ষ থেকে বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত বর্ষিত হয়, আর তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ১৫৭) অর্থাৎ সবরকারীদের জন্য একসাথে হিদায়াত, রহমত ও বিশেষ অনুগ্রহের পুরস্কার রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা সালাতের সাথে সবরকে সম্পৃক্ত করেছেন। ইরশাদ করেছেন,

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ

অর্থাৎ, "আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয়ই তা বিনয়ীদের ছাড়া অন্যদের ওপর কঠিন।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪৫)

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থাৎ, "সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য কামনা করো, নিশ্চয়ই আল্লাহ সবরকারীদের সাথে আছেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ

অর্থাৎ, "আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে মুসিবতে ফেলেন।"

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, তাঁর অফুরন্ত দান ও অনুগ্রহের জন্য।

অন্য হাদিসে রাসুল ﷺ আমাদের সুসংবাদ দিয়ে বলেন,

مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ، وَلَا هَمَّ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذًى وَلَا غَمَّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

অর্থাৎ, "মুসলিমের ওপর যে কষ্টক্লেশ, রোগ-ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানি আসে, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এই সবগুলোর মাধ্যমে আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।" (সহিহ বুখারী)

অন্যান্য মানুষের ন্যায় নবি-রাসুলগণ-এর ওপরও একের পর এক বিপদের ঝড় এসেছিল এবং অন্যদের তুলনায় তাঁরা অধিক বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন।

আবু সাইদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, 'আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসুল, মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি বিপদের সম্মুখীন কারা?" তিনি বললেন, "নবিগণ।" আমি বললাম, "অতঃপর কারা?" তিনি বললেন,

ثُمَّ الصَّالِحُونَ، إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ، حَتَّى مَا يَجِدُ أَحَدُهُمْ إِلَّا الْعَبَاءَةَ يَحُوبُهَا، وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ، كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ

অর্থাৎ, "তারপর নেককার লোকেরা। তাদের কেউ এতটা দারিদ্র্যপীড়িত হয় যে, শেষপর্যন্ত তার কাছে পরিধানের জুব্বাটি ছাড়া কিছুই থাকে না, যা সে তালি দিয়ে পরিধান করে। তবে এরূপ কঠিন বিপদেও সে এমন আনন্দিত হয়, যেমন তোমরা ধন-সম্পদ অর্জিত হলে আনন্দিত হও।" (সুনানু ইবনু মাজাহ)

নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الصَّبْرُ مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ

অর্থাৎ, "ইমানের জন্য সবর দেহের জন্য মাথার ন্যায়।" (শুআবুল ইমান)

ফুজাইল (রা.) বলেন, **"আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দাকে বিপদের মাধ্যমে দেখাশোনা করেন, যেমন কোনো লোক তার পরিবারকে কল্যাণের সাথে দেখাশোনা করে।" (ইহইয়াউ উলুমিদ্দিন: ৪/১৩৯)**

এক লোক ইমাম শাফিয়ি-কে প্রশ্ন করল, “হে আবু আব্দুল্লাহ, কারও জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উত্তম নাকি পরীক্ষিত হওয়া উত্তম?” তিনি বললেন, “পরীক্ষা ছাড়া কেউ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আল্লাহ তাআলা নুহ, ইবরাহিম, মুসা, ইসা ও মুহাম্মাদ-সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহিম আজমাইন-কে পরীক্ষা করেছেন। যখন তাঁরা সবর করেছেন, আল্লাহ তাঁদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। সুতরাং কেউ যেন বিপদ থেকে একদম মুক্ত থাকার আকাঙ্ক্ষা না করে।” (আল ফাওয়ায়িদ)

কবি বলেন,

والصبر مثل اسمه مر مذاقته . لكن عواقبه أحلى من العسل

অর্থাৎ, ‘সবর তার নামের মতোই, যার স্বাদ তিক্ত; কিন্তু শেষ পরিণাম মধুর চেয়েও মিষ্ট।'

শেষ করি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদিস দিয়ে,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ تُصِيبُ المُسْلِمَ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا عَنْهُ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا

অর্থাৎ, “মুসলিম যেকোনো বিপদে আক্রান্ত হয়, আল্লাহ তার কারণে গুনাহ মিটিয়ে দেন, এমনকি যদি কাঁটা বিদ্ধ হয় তাতেও।” (সহিহ বুখারি)

أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوب

মুমিনের জিন্দেগীতে আল্লাহর স্মরণ, আল্লাহর বিধানের অনুসরণ তাকে দারুণ ভাবে অনুপ্রাণিত করে। সে আরো অধিক পরিমাণে আল্লাহর বিধান পালনে আগ্রহী হয়। আল্লাহর বিধান পালনে সে মজা অনুভব করে।

শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দি (রহ.) সম্পর্কে একটি ঘটনা শুনেছিলাম, "তাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হযরত! আপনি জান্নাতে গেলে আল্লাহর কাছে কোন জিনিসটা চাইবেন? তিনি উত্তরে বললেন, আমি আল্লাহকে বলব, আল্লাহ আমাকে একটি জায়নামাজের ব্যবস্থা করে দিন। আমি নামায পড়ব। নামায পড়তে এবং আপনাকে সিজদা করতে আমার ভালো লাগে।”

এই বুজুর্গের কাছে নামাযের মাধ্যমে আল্লাহর স্মরণ প্রিয় হয়ে গেছে, যার কারণে তিনি এই আবেগ প্রকাশ করেছেন।

মূলত যার কাছে যেটা ভালো লাগবে সে সেটার আবেগই প্রকাশ করবে। যেমন ধরুন যারা শহীদ হবে তারা কিসের আবেগ প্রকাশ করবে? তারা আবেগ প্রকাশ করবে যে, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আবার দুনিয়াতে পাঠান, আমি আবার জিহাদ করে শাহাদাত বরণ করে আসি। কারণ তার কাছে শাহাদাতের মৃত্যুর চেয়ে প্রিয় আর কিছুই নেই।

যাইহোক মুমিন কেবল আল্লাহর স্মরণে প্রশান্তি লাভ করে। আমরাও যদি আল্লাহকে স্মরণ করি, তাহলে আল্লাহ তা'আলাও আমাদেরকে স্মরণ করবেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অর্থাৎ, "সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখব এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর; অকৃতজ্ঞ হইয়ো না"। (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫২)

যেমন মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

অর্থাৎ, "যারা মুমিন, আল্লাহর স্মরণে তাদের অন্তর পরম শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে থাকে। জেনে রাখ, আল্লাহর জিকির দ্বারাই অন্তর সমূহ শান্তি পায়"। (সূরা রাদ, আয়াত: ২৮)

জিকির বা আল্লাহর স্মরণ সংক্রান্ত কিছু আয়াত–

• أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোনো বাহিনীর মুখোমুখি হবে তখন অবিচল থাকবে আর বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে। তবে আশা করা যায়, তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরব আনফাল, আয়াত: ৪৫)

এই আয়াতে জিহাদরত অবস্থাতেও আল্লাহর যিকির করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, মুজাহিদ দল যদি জিহাদরত অবস্থায় আল্লাহর জিকির করে, তবে তারা বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারবে। সুবহানআল্লহ!

•يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করো।" (সূরা আহযাব, আয়াত: ৪১)

•والذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

অর্থাৎ, "আল্লাহকে বেশি বেশি যিকিরকারী ও যিকিরকারিণীগণ।" (সূরা আহযাব, আয়াত: ৩৫)

•فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

অর্থাৎ, "তোমরা যখন তোমাদের হজের করণীয় কার্যাবলী সমাপ্ত করবে, তখন বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে, যেমনভাবে তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের স্মরণ করতে অথবা তার চেয়েও বেশি যিকির করবে।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ২০০)

রাসূল ﷺ বলেছেন,

• "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ যিকির করার আদেশ দিচ্ছি। যিকিরের উদাহরণ হলো সেই ব্যক্তি, যাকে তার শত্রুরা দ্রুত গতিতে ধাওয়া করলো। অবশেষে সে ব্যক্তি এক দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নিয়ে তাদের থেকে নিজের প্রাণ রক্ষা করলো। অনুরূপভাবে আল্লাহর যিকির করা ব্যতীত কোনো বান্দা নিজেকে শয়তান থেকে রক্ষা করতে পারে না।" (তিরমিযী)

• "যে জিকির করে আর যে জিকির করে না, তাদের দৃষ্টান্ত হলো জীবিত ও মৃত মানুষ।" (সহিহ বুখারী)

• "কোনো দল আল্লাহর যিকিরের উদ্দেশ্যে কোথাও একত্রিত হলে ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে ধরে, রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয় এবং তাদের ওপর প্রশান্তি নেমে আসে আর আল্লাহ তাঁর নিকটস্থ ফেরেশতাদের সামনে তাদের সম্পর্কে আলোচনা করেন।" (সহিহ মুসলিম)

• "যিকরুল্লাহ আদম সন্তানকে আল্লাহর আযাব থেকে যতটা রক্ষা করে, অন্য কোনো আমল ততটা রক্ষা করতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ)

**• " আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের শ্রেষ্ঠ আমল সম্পর্কে জানাবো না?
যে আমল তোমাদের মালিকের সবচেয়ে প্রিয়, তোমাদের মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বাধিক সহায়ক, স্বর্ণ-রৌপ্যদান করার চেয়ে অধিক উত্তম এবং শত্রুর মুখোমুখি হয়ে তাদের গর্দান উড়িয়ে দেওয়া ও তাদের কর্তৃক তোমাদের গর্দান উড়ে যাওয়া থেকে শ্রেষ্ঠ।"
সাহাবীগণ বললেন, 'অবশ্যই ইয়া রাসুলুল্লাহ ﷺ। তিনি বললেন, 'যিকরুল্লাহ'।" (তিরমিযী)**

মুমিনের সত্যবাদিতা

সত্যবাদিতা, অর্থাৎ সত্য কথা বলা ও সত্যের উপর দৃঢ় থাকা, একজন মুমিনের জীবনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গুণ। এটি শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং চিন্তা, কাজ এবং আচরণের মাধ্যমে সত্যকে প্রকাশ করার নাম। একজন মুমিন জানে সত্যবাদিতা শুধু জবানের সঙ্গে সম্পৃক্ত নয় বরং হৃদয়ের পবিত্রতা ও কর্মের স্বচ্ছতাও এর অন্তর্ভুক্ত। অন্তরের সততা হলো, একে কপটতা, ছলনা, প্রতারণা, ধোঁকা ও দ্বিমুখী মানসিকতা থেকে পবিত্র রাখা। আর কর্মের সত্যতা হলো, কথা ও কাজে মিল থাকা; কর্মস্থলে ফাঁকিবাজি না করা; নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করা; হালাল পন্থায় উপার্জন এবং সৎকাজে ব্যয় করা। এ কাঙ্ক্ষিত গুণ যাদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায়, শারীআহর পরিভাষায় তাদেরকেই সত্যবাদী বলা হয়।

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

يَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো।" (সূরা তাওবাহ, আয়াত: ১১৯)

উক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়, একজন মুমিনের জন্য সত্যবাদীদের অনুসরণ করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। সত্যবাদিতা এমন এক গুণ, যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে আলোকিত করে এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের পথ খুলে দেয়।

এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন,

"মুমিন কখনো মিথ্যাবাদী হতে পারে না।" (মুসনাদে আহমাদ)

উল্লেখিত হাদিসে সত্যবাদিতার প্রতি মুমিনের দায়বদ্ধতার বিষয়টি পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে। মুমিনের জন্য সত্যবাদিতা শুধু একটি গুণ নয়। এটি তার ঈমানের পরিচয় বহন করে।
কুরআনুল কারিমে আরো এসেছে,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا۟ وَجَٰهَدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلصَّٰدِقُونَ

অর্থাৎ, "মুমিন তো তারাই, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, এরপর আর সন্দেহ করে না এবং নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে। তারাই হলো সত্যবাদী।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৫)

قَالَ ٱللَّهُ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّٰدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ رَّضِىَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

অর্থাৎ, "আল্লাহ বলবেন, আজ সত্যবাদীদের জন্য তাদের সত্যই উপকারে আসবে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়; তারা তাতে চিরকাল অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হলো মহাসাফল্য।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ১১৯)

وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَٰطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَٰطِلَ كَانَ زَهُوقًا

অর্থাৎ, "বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলীন হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলীন হওয়ারই যোগ্য।" (সূরা বাকারাহ, আয়াত: ৪২)

لَيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ.

অর্থাৎ, "তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, মালাইকা/ফেরেশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁরই প্রেমে ধন-সম্পদের প্রতি আকর্ষণ থাকা সত্ত্বেও সে তা আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, দরিদ্র, পথিক ও ভিক্ষুকদেরকে এবং দাসত্ব মোচনের জন্য ব্যয় করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠিত করে ও যাকাত প্রদান করে এবং অঙ্গীকার করলে তা পূরণ করে এবং যারা অভাবে ও ক্লেশে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।" (সূরা বাকারা, আয়াত: ১৭৭)।

আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের হেফাজত-কারী

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা হালাল-হারামকে মুমিনদের নিকট আমানত রেখেছে। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করতে বলেছেন তা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিঃশর্তে গ্রহণ করে, আর যা নিষেধ করেছেন তাও স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বর্জন করে, আর এটাই মুমিনদের অনুসৃত একমাত্র নীতি। এই কারণে মুমিনরাই আল্লাহ প্রদত্ত আমানতের একমাত্র রক্ষক।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ

অর্থাৎ, "এবং (মুমিন) যারা আমানত ও অঙ্গীকার সম্পর্কে হুশিয়ার থাকে"। (সূরা মু'মিনুন, আয়াত: ৮)

সূরা আনফালের ২৭নং আয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! খেয়ানত করো না আল্লাহর সাথে ও রাসূলের সাথে এবং খেয়ানত করো না নিজেদের পারস্পরিক আমানতে জেনে-শুনে"। (সূরা আনফাল, আয়াত: ২৭)

আসলে মুমিনের চরিত্রে খিয়ানতের কোন স্থান নেই, সে বরাবরই তার হেফাজত- কারী হয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أربع إذا كن فيك، فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق الحديث، وحفظ الأمانة

অর্থাৎ, "যদি তোমার মধ্যে চারটি জিনিস থাকে তবে পার্থিব কোন জিনিস হাতছাড়া হয়ে গেলেও তোমার ক্ষতি হবে না।
১. আমানতের হিফাজত
২. সত্য ভাষণ
৩. উত্তম চরিত্র
৪. পবিত্র রিজিক"। (মুসনাদে আহমাদ)

অন্য হাদিসে বলা হয়েছে-

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন- "যে ব্যক্তি তোমার নিকট আমানত রেখেছে তার আমানত তাকে ফেরত দাও যে ব্যক্তি তোমার আমানত আত্মসাৎ করে তুমি তার আমানত আত্মসাৎ করো না"। (তিরমিজী, আবুদাউদ)

মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে আমানতের রক্ষণাবেক্ষণ করা। মুমিন কখনো খায়িন বা আত্মসাৎকারী হতে পারে না। খায়িন হওয়াটাই মুমিনের জন্য কাম্য না। এটা মুমিনের বৈশিষ্ট্য না।

মুমিনরা কৃত ওয়াদার সংরক্ষণকারী

মুমিন তার কৃত ওয়াদা পালনে সর্বদা তৎপর থাকে। ওয়াদার খিলাফ করা মুমিনের বৈশিষ্ট্য না। ওয়াদার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের সুস্পষ্ট নির্দেশনা হলো-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চুক্তিসমূহ পূরণ কর"। (সূরা মায়েদা, আয়াত: ১)

সূরা নাহলের ৯১ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ.

অর্থাৎ, "আল্লাহর নামে অঙ্গীকার করার পর সে অঙ্গীকার পূর্ণ কর এবং পাকাপাকি কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না, অথচ তোমরা আল্লাহকে জামিন করেছ। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন"। (সূরা নাহল, আয়াত: ৯১)

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

آية المنافق ثلاث . إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف ، وإذا اؤتمن خان

অর্থাৎ, "মুনাফিকের আলামত তিনটি: ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে ২. যখন ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করে ৩. তার নিকট কোন আমানত রাখা হলে তা খিয়ানত করে"। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. হতে বর্ণিত এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

অর্থাৎ, "যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যায় সে খাঁটি মুনাফিক ১. তার নিকট আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে ২. কথা বললে মিথ্যা বলে ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে ৪. ঝগড়ায় লিপ্ত হলে গালি-গালাজ করে।" (বুখারী- মুসলিম)

এই রেওয়ায়েতগুলো থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মুমিন কখনো ওয়াদা ভঙ্গকারী হতে পারে না বরং সে ওয়াদার পূর্ণ হেফাজত-কারী হয়।

একদিন এক সাহাবী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে এক স্থানে দাঁড় করিয়ে বললেন আপনি একটু অপেক্ষা করুন আমি আসছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তার কথায় সায় দিলেন। এদিকে ঐ সাহাবী বাড়ি গিয়ে ভুলে গেলেন এবং তিনদিন পর এসে দেখলেন আল্লাহর রাসূল ঠিকই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। এই তো ছিল মহা-মানবের অনুপম আখলাক। আর এটাই হলো মুমিন চরিত্রের অন্যতম গুণ।

মুমিনের বিনয় ও নম্রতা

বিনয় ও নম্রতা মুমিন চরিত্রের অন্যতম উত্তম ভূষণ যার সর্বোত্তম নমুনা মানবতার মহান শিক্ষক নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামগণ। যাদের বিনয়ী আচরণ গোটা দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। যারা বিনয়ী ও নম্র হয় তারা আল্লাহর পরম বন্ধু হয়। আর আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে ভালবাসেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائِمٍ ذَلِكَ
فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে, অচিরে আল্লাহ এমন সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী"। (সূরা মায়িদাহ, আয়াত: ৫৪)

এই আয়াতে হক জামাতের ছয়টি আলামত বলা হয়েছে এর মধ্যে একটি হল তারা মুসলমানদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

অর্থাৎ, "এবং আপনার অনুসারী মুমিনদের প্রতি সদয় হোন"। (সূরা শু'য়ারা, আয়াত: ২১৫)

বিনয় ও নম্রতা মানুষকে আশরাফ তথা মর্যাদাবান বানিয়ে দেয়।

হযরত আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً، وما تواضع أحد لله.

অর্থাৎ, "দানের দ্বারা সম্পদ কমে না, ক্ষমার দ্বারা আল্লাহ বান্দাদের ইজ্জত ও সম্মান বৃদ্ধি করা ছাড়া আর কিছু করে না, আর যে একমাত্র আল্লাহরই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় ও নম্রতার নীতি অবলম্বন করে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন"। (মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসূল ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ আমার নিকট ওহী পাঠিয়েছেন তোমরা পরস্পরের সাথে বিনয় ও নম্রতার আচরণ কর। যাতে কেউ কারো ওপর গৌরব না করে এবং একজন আরেকজনের ওপর বাড়াবাড়ি না করে"। (মুসলিম)

মুমিন তাকওয়ার উজ্জ্বল নমুনা

মুমিন হলো তাকওয়ার জ্বলন্ত উজ্জ্বল নমুনা। তাকওয়ার মাধ্যমে মুমিন নিজেকে সম্মানিত করে রাহমানের বান্দার উপযোগিতা অর্জন করে।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা সূরা হুজরাতে ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

অর্থাৎ, "হে মানব, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিতি হও। নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেজগার। নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সব কিছুর খবর রাখেন"। (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১৩)

হযরত আবু জার গিফারী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি একদা রাসূলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর খেদমতে হাজির হলাম এবং বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল আমাকে নসিহত করুন'। নবী মুহাম্মাদুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমি তোমাকে নসিহত করছি তুমি আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর। কেননা, ইহা তোমার সমস্ত কাজকে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দিবে।" (বায়হাকী শুআবুল ঈমান)

তাকওয়া মুমিনকে আখিরাতের অনুগামী করে। দুনিয়াবি চিন্তার ওপর আখিরাতের চিন্তাকে প্রাধান্য দেয়।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কালামে পাকে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

অর্থাৎ, "মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ তা'আলাকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামীকালের জন্যে সে কি প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করতে থাক। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কে খবর রাখেন"। (সূরা হাশর, আয়াত: ১৮)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسلُونَ .

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিৎ ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কর না"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১০২)

তাকওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা যায়।

ইরশাদ হচ্ছে,

وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ.

অর্থাৎ, "আর সফলকাম ঐ সমস্ত লোকেরা যারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম পালন করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং নাফরমানী হতে দূরে থাকে"। (সূরা নূর, আয়াত: ৫২)

মুমিন আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুলকারী

মুমিন তার জীবনের সামগ্রিক বিষয়ে একমাত্র মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে অভিভাবক মনে করে সম্পূর্ণরূপে তার ওপর তাওয়াক্কুল করে।

তাওয়াক্কুল কাকে বলে? এর উত্তর হল; হাত-পা গুটিয়ে ঘরে বসে থাকার নাম আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল নয়। বরং মহান আল্লাহর দেওয়া সকল সুযোগ-সুবিধা ও উপায় উপকরণসমূহ কাজে লাগিয়ে ফলাফলের জন্য তাঁর ওপর নির্ভর করা হচ্ছে সত্যিকার তাওয়াক্কুল।

পবিত্র কালামে পাকে ইরশাদ হচ্ছে,

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

অর্থাৎ, "আমাদের জন্যই আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম কর্মকর্তা"। (সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩)

সূরা যুমারের ৩৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ

অর্থাৎ, "হে রাসূল বলুন, আমার পক্ষে আল্লাহই যথেষ্ট; তাওয়াক্কুল-কারীরাই তাঁর ওপর নির্ভর করে"। (সূরা যুমার, আয়াত: ৩৮)

এক্ষেত্রে মুমিন নিজেকে মহান মা'বুদের নিকট পূর্ণরূপে সপে দিবে, কারণ পৃথিবীতে মূলত তার কোন ক্ষমতা নেই। সে সম্পূর্ণ পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর আয়ত্তাধীন।

কালামে পাকে ইরশাদ হয়েছে,

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ.

অর্থাৎ, "আমি তোমাদেরকে যা বলছি, তোমরা একদিন তা স্মরণ করবে। আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয় বান্দারা আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে"। (সূরা মুমিন, আয়াত: ৪৪)

সূরা হুদের ৫৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

অর্থাৎ, "আমি আল্লাহর ওপর নিশ্চিত তাওয়াক্কুল করেছি যিনি আমার এবং তোমাদের পরওয়ারদিগার। পৃথিবীর বুকে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই যা তার পূর্ণ আয়ত্তাধীন নয়"। (সূরা হুদ, আয়াত: ৫৬)

দুনিয়ার সকল কার্য-নির্বাহের ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর কর্তৃত্বাধীন তাই মুমিনরা তার ওপরই আস্থাশীল থাকে। তাকেই অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে। তার ওপরই তাওয়াক্কুল করে।

সূরা ইউসুফ **১০১** নং আয়াতে বলা হয়েছে,

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أنت ولتي في الدُّنُيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ

অর্থাৎ, "হে পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতাও দান করেছেন এবং আমাকে বিভিন্ন তাৎপর্যসহ ব্যাখ্যা করার বিদ্যা শিখিয়ে দিয়েছেন। হে নভোমণ্ডল ও ভূ- মণ্ডলের স্রষ্টা, আপনিই আমার কার্যনির্বাহী ইহকাল ও পরকালে। আমাকে ইসলামের উপর মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে স্বজনদের সাথে মিলিত করুন"। (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ১০১)

এখানে উল্লেখ্য যে, যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল করবে, মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা তার জন্য যথেষ্ট এবং তার একমাত্র অভিভাবক হয়ে যাবেন।

সূরা আহযাবে বলা হয়েছে,

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا

অর্থাৎ, "আপনি আল্লাহর উপর ভরসা করুন। কার্যনির্বাহী-রূপে আল্লাহই যথেষ্ট।" সূরা আহযাব, আয়াত: ৩)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ.

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্যে তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ তার কাজ পূর্ণ করবেন"। (সূরা তালাক, আয়াত: ৩)

তাওয়াক্কুলের ব্যাপারে সর্বোপরি কথা হলো,

وَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ

অর্থাৎ, "তিনিই তোমাদের মালিক, অতএব তিনি কতই না উত্তম মালিক এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী"। (সূরা হাজ্ব, আয়াত: ৭৮)

যে গুণ মুমিনের নয়

•মিথ্যা না বলা:

মুনাফিকের আলামত ৩ টি। ১. যখন কথা বলে মিথ্যা বলে। ২. আমানতের খিয়ানত করে। ৩. ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে। আর কোনো মু'মিনের মধ্যে মুনাফিকের কোনো বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না।

কোনো মু'মিন কখনোই মিথ্যাচার করতে পারে না। মিথ্যা হচ্ছে সকল পাপের মূল কারণ একটা মিথ্যা ঢাকতে যেয়ে আরো হাজারটা মিথ্যা বলতে হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ সাবধানবাণী ঘোষণা করেছেন, "অবশ্যই তোমরা মিথ্যাচার থেকে বিরত থাকবে। কেননা নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা অপকর্মের দিকে পরিচালিত করে এবং অপকর্ম দোজখের দিকে পরিচালিত করে। আর যে ব্যক্তি সদা মিথ্যা কথা বলতে থাকে ও মিথ্যার অনুসন্ধান করতে থাকে, সে অবশ্যই আল্লাহর কাছে পরম মিথ্যাবাদী বলে লিখিত হবে।"(বুখারি ও মুসলিম)

সর্ববৃহৎ কবীরা গুনাহ হচ্ছে চারটি:

১. আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা।

২. কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে হত্যা করা।

৩. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ও

৪. মিথ্যা কথা বলা।

বর্ণনাকারী বলেন: হয়তোবা রাসূল ﷺ বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।" (বুখারী ৬৮৭১; মুসলিম ৮৮)

মিথ্যাচারীতা মুনাফেকির বৈশিষ্ট্য তাই মু'মিন সবসময় সত্যবাদিতার চর্চা করে।

এছাড়াও মুমিনগণের মধ্যে যেসকল গুণাবলী থাকা বাঞ্ছনীয়–

•সময়ের সদ্ব্যবহার।

•নিয়মিত আত্মীয় প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেওয়া।

•নিয়মিত দান সাদকা করা।

•যাকাত আদায়ের মাধ্যমে গরীবের হক্ক পৌঁছে দেওয়া।

•লোক দেখানো ইবাদত না করা।

•হক্ক কথা বলতে বা হক্ক কাজ করতে নিন্দুকের নিন্দার ভয় না করা।

•সাহসীকতার সাথে অন্যায়ের প্রতিবাদ।
• হিকমতের সাথে যেকোনো পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ।
•রাগ নিয়ন্ত্রণ।
•জবানের হিফাজত।
• জীবনের সকল কাজে সুন্নাহর প্রতিফলন।
•নৈতিকতার শিক্ষা।
•আল্লাহর যিকিরে মশগুল।
•উম্মাহর ফিকির।
•শালীনতার সাথে চলাচল।
•কেউ বিপদে পড়লে সাহায্য করা।
•কারো শোকে সহানুভূতি প্রদর্শন।
•যথাসম্ভব তর্ক এড়িয়ে চলা।

•আমানতের খিয়ানত না করা:

কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মুমিনদেরকে বিশ্বস্ততার সাথে আমানতদারী করে বলেছেন।

•وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ . وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ . لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ، وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبي ، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُون

অর্থাৎ, "আর তোমরা ইয়াতীমের সম্পদের নিকটবর্তী হয়ো না, সুন্দর পন্থা ছাড়া। যতক্ষণ না সে পরিণত বয়সে উপনীত হয়, আর পরিমাপ ও ওযন ইনসাফের সাথে পরিপূর্ণ দেবে। আমি কাউকে তার সাধ্য ছাড়া দায়িত্ব অর্পণ করি না। আর যখন তোমরা কথা বলবে, তখন ইনসাফ কর, যদিও সে আত্মীয় হয় এবং আল্লাহর ওয়াদা পূর্ণ কর। এগুলো তিনি তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর।" (সূরা আনআম, আয়াত: ১৫২)

•فبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لعَنْهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قُسِيَةً لَّ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهِ ، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ . وَلا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحُ لَّ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِين

অর্থাৎ, "সুতরাং তারা তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদেরকে লা'নত দিয়েছি এবং তাদের অন্তরসমূহকে করেছি কঠোর। তারা শব্দগুলোকে আপন স্থান থেকে বিকৃত করে এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেয়া হয়েছে, তার একটি অংশ তারা ভুলে গিয়েছে এবং তুমি তাদের থেকে খিয়ানত সম্পর্কে অবগত হতে থাকবে, তাদের অল্প সংখ্যক ছাড়া। সুতরাং তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং এড়িয়ে যাও। নিশ্চয় আল্লাহ্ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।" (সূরা মায়িদাহ্, আয়াত: ১৩)

•প্রতারণা না করা:

মুমিন ব্যক্তি কখনো প্রতারণা করবে না এবং কখনো প্রতারিত হবে না। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "ধোঁকাবাজ ও প্রতারণাকারী জাহান্নামে যাবে।" (ইবনে হিব্বান : ৬৪০৮)।

প্রতারণা, শঠতা, ধোঁকাবাজি নিঃসন্দেহে সামাজিকভাবেও বড় অপরাধ। দুনিয়ায় এসব অপরাধের শাস্তি হোক বা না হোক আখেরাতে সব অপরাধের বিচার হবে। মানুষের মাঝে ন্যূনতম এই মানসিকতা জাগ্রত হলেও অনেকাংশেই কমে আসবে এসব অপরাধ। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে সচেতন হলে অনেক অপরাধ অবদমিত হয়ে যায়। সবাইকে অবহিত করতে হবে যে, দুনিয়াতে মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া গেলেও আখেরাতে আল্লাহর দরবারে সব কর্মকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব দিতে হবে। সেখানে কোনো বিষয়ে দুর্নীতি, ব্যক্তি বা জাতির হক আত্মসাৎ প্রমাণিত হলে তার জবাবদিহি করতে হবে এবং পরিণামে জাহান্নামের মারাত্মক আজাবের সম্মুখীন হতে হবে। যা থেকে বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না। সেদিন হাত-পা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ তায়ালার ইরশাদ করেন, "আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্মের সাক্ষ্য দেবে।" (সুরা ইয়াসিন, আয়াত: ৬৫)। আল্লাহর সামনে হিসাব দিতেই হবে, এই মানসিকতার বিস্তার হলে অপরাধ বন্ধ হবে।

•অশ্লীল কথা বা কাজ থেকে দূরে থাকা:

কোনো মু'মিন ব্যক্তির মুখ দিয়ে কখনো কোনো অশ্লীল কথা উচ্চারিত হতে পারে না। কারণ অশ্লীল কথা বা কাজ ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা ও অসন্তুষ্ট হন।

•ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ لَّ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ . فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ إِنْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَي

অর্থাৎ, "যারা ছোট খাট দোষ-ত্রুটি ছাড়া বড় বড় পাপ ও অশ্লীল কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকে, নিশ্চয় তোমার রব ক্ষমার ব্যাপারে উদার, তিনি তোমাদের ব্যাপারে সম্যক অবগত। যখন তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা তোমাদের মাতৃগর্ভে ভতুণরূপে ছিলে। কাজেই তোমরা আত্মপ্রশংসা করো না। কে তাকওয়া অবলম্বন করেছে, সে সম্পর্কে তিনিই সম্যক অবগত।" (সূরা নাজম, আয়াত:৩২)

•وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ، أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِين.

অর্থাৎ, "আর মানুষের মধ্য থেকে কেউ কেউ না জেনে আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বেহুদা কথা খরিদ করে, আর তারা ঐগুলোকে হাসি-ঠাট্টা হিসেবে গ্রহণ করে; তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব।" (সূরা লুকমান, আয়াত: ৬)

•لا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ ، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

অর্থাৎ, "মন্দ কথার প্রচার আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে কারো উপর যুলম করা হলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞানী।" (সূরা নিসা, আয়াত:১৪৮)

• গোপন গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা:

সব সময় একটা কথা মাথায় রাখা যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে দেখছেন আমাদের প্রতিটা কর্মকান্ড লিপিবদ্ধ থেকে যাচ্ছে এবং তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।
•ولَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ * إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُلَا.

অর্থাৎ, "আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।" (সূরা ইসরা, আয়াত: ৩৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মু'মিন পুরুষ নারীকে নিজেদের চরিত্র সংরক্ষণের আদেশ দিয়েছেন এবং কঠোরভাবে নির্দেশ করেছেন যেন মু'মিনরা দৃষ্টির হিফাজত ও লজ্জাস্থানের হিফাজত করে। কারণ কোনো সমাজ থেকে যদি লজ্জাশীলতা উঠে যায় তবে সেই সমাজ ধ্বংস হতে আর বাকি থাকে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে নির্দেশ দিয়েছেন–

•قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلك أزكي لَهُمْ ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يصنعون.

অর্থাৎ, "মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (সূরা নূর, আয়াত: ৩০)

•وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِ بْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أو التَّبِعِينَ غَيْر أولي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أو الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلى اللهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تفلحون.

অর্থাৎ, "আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সুরা নূর, আয়াত: ৩১)

•গীবত না করা:

গীবত মানে হচ্ছে কারো অনুপস্থিতিতে তার সম্পর্কে বাজে কথা বলা দুর্নাম করা। হতে পারে যার নামে গীবত করা হচ্ছে সে আসলেই কাজটা করেছে তবুও তার অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না। গীবতকে আল্লাহ মৃত্যু ভাইয়ের গোস্ত খাওয়ার সাথে তুলনা করেছেন অর্থাৎ বোঝায় যায় এটা কতটা নিকৃষ্ট একটি কাজ। আর এই নিকৃষ্ট কাজটি মহিলাদের মধ্যে বেশি চর্চা হয়, যার কারনে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হবে নারী। অনেক অনেক আমল করার পরও শুধু মাত্র গীবতের চর্চার জন্য তাদের জাহান্নামে প্রেরণ করা হবে।

•وَيْلٌ لِكُلِ هُمَزَةٍ أَمَزَة

অর্থাৎ,"দুর্ভোগ প্রত্যেকের যে সামনে নিন্দাকারী ও পেছনে গীবতকারী। (সূরা হুমাযাহ, আয়াত: ১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আমাদেরকে হিফাজত করুন। গীবত এমন একটা নিকৃষ্ট কাজ যারা দ্বারা একদিকে ভাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট হয় আবার সমাজে শান্তি ও বিনষ্ট হয়। তাই এমন একটা জঘন্য কাজকে এড়িয়ে চলা একজন মু'মিন ব্যক্তির অবশ্য কর্তব্য।

•يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله ، إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيم.

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোস্ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু।" (সূরা হুজুরাত, আয়াত: ১২)

•وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور .

অর্থাৎ,"আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।" (সূরা লুকমান, আয়াত: ১৮)

•ইনসাফ প্রতিষ্ঠা:

একজন মু'মিন ব্যক্তি প্রতিটা সেক্টরে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে। ন্যায় প্রতিষ্ঠার খাতিরে যদি নিজের পরিবার আপনজনের বিরুদ্ধও যেতে হয় তবুও শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মু'মিন ব্যক্তি তাই করবে, এমনটাই আল্লাহ আমাদেরকে শিক্ষা দেন। আর সকলেই যদি এই শিক্ষা অনুযায়ী চলে তবে সমাজে আর কেনো বিশৃঙ্খলা থাকবে না।

•يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شهداء الّ : فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُون.

অর্থাৎ,"আর প্রত্যেক উম্মতের জন্য রয়েছে রাসূল। তারপর যখন তাদের রাসূল আসে, তাদের মধ্যে তখন ন্যায়ভিত্তিক ফয়সালা করা হয় এবং তাদের যুলম করা হয় না।" (সূরা ইউনুস, আয়াত: ৪৭)

•পরোপকারিতা:

মানুষের সদ্‌গুণাবলির অন্যতম হচ্ছে পরোপকার। একে অপরের সহযোগিতা ছাড়া জীবন যাপন করা কঠিন। যখন কোনো সমাজে একে অপরের প্রতি সহযোগিতা হ্রাস পায়, সে সমাজের মানুষ সব দিক দিয়েই পিছিয়ে পড়ে। সে সমাজে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, শান্তি বিলুপ্ত হয়, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা তিরোহিত হয়। ইসলাম সহানুভূতির ধর্ম। পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতা ইসলামের অন্যতম বিষয়। রাসুলে কারিম ﷺ বলেছেন, সমগ্র সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। তাই পরোপকারের চেতনায় কোনো শ্রেণিভেদ নেই। বড়-ছোট, ধনী-গরিব, আত্মীয়-অনাত্মীয়, স্বজাতি-বিজাতি, মুসলিম- অমুসলিম এসব ব্যবধানের ঊর্ধ্বে উঠে ইসলামের শান্তি ও সৌহার্দ্যের সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুমিন মিলেমিশে থাকে। তার মধ্যে ভালো কিছু নেই, যে মিলেমিশে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি মানুষের বেশি উপকার করে, সে-ই শ্রেষ্ঠ মানুষ।" (আল-মুজামুল আওসাত: ৫৭৮৭) পরোপকারী হতে হলে অনেক ধনসম্পদের মালিক হতে হবে এমন নয়। প্রত্যেক মানুষই তার নিজ নিজ অবস্থানে থেকে পরোপকারী হতে পারে। পরোপকার নির্দিষ্ট সীমারেখায় আবদ্ধ নয়; ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে এবং শারীরিক, আর্থিক ও মানসিক কর্মকাণ্ডে এর পরিধি পরিব্যাপ্ত ও বিস্তৃত।

•অপচয় না করা:

অপচয়কারীকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অপচয়ের কারণে বারাকাহ কমে যায়। মুমিন ব্যক্তি না সময়ের অপচয় করে নাকি খাবার, না অন্য কেনো আনুষাঙ্গিক জিনিসপত্রের। বরং প্রত্যেকটা জিনিসের যথাযথ মূল্যায়ন করে। কারণ সময় একবার চলে গেলে তা আর কখনোই ফিরে আসে না, যখন হাতে সময় শেষ হয়ে যায় তখনই তার মূল্য বুঝে আসে, তাই সময়ের কাজ সময়ে শেষ করা বাঞ্চনীয়। আবার খাবার অপচয় তো একদমই করা উচিত নয় কারন দুনিয়াতে কত মানুষ না খেয়ে থাকে আর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে রিযিকে আধিক্য দিয়েছে বলেই যে তা অপচয় করবো তা কখনোই কাম্য নয় বরং এটাও আল্লাহর তরফ থেকে আমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরুপ। মুমিন ব্যক্তি নিজেও অপচয় করবে না অন্যকেও সাধ্যমত অপচয়ের কুফল সম্পর্কে বুঝিয়ে তা থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করবে।

•إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اخْوَانَ الشَّيْطَيْنِ ، وَكَانَ الشَّيْطَنُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

অর্থাৎ, "নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।" (সূরা ইসরা, আয়াত: ২৭)

মুমিনের মর্যাদা এবং
মুমিনদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এটিই মুমিনের চূড়ান্ত মর্যাদা।
আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ইরশাদ করেন,

•إِن الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَـٰٓئِكَ أَصْحَاب ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُون.

অর্থাৎ, "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা চিরকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা বাকারা, আয়াত:৮২)

•إِنَّ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيم.□

অর্থাৎ, "যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদী; তারা সেখানে থাকবে চিরকাল।" (সূরা তাওবা, আয়াত:৭২)

•مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُون.□

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি মুমিন হিসেবে সৎকাজ করে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে একটি পবিত্র জীবন দান করব এবং আখিরাতে তাদের উত্তম পুরস্কার দেব।" (সূরা নাহল, আয়াত: ৯৭)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

"জান্নাতে এমন নিআমত রয়েছে, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শুনেনি, এবং কোনো মানুষের হৃদয়ে কল্পনাও আসেনি।"
(সহীহ মুসলিম, হাদিস: ২৮২৪)

"জান্নাতের দরজায় একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করবেন: হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এমন জীবন আছে, যেখানে আর কখনো মৃত্যু নেই; এমন সুখ, যেখানে কোনো দুঃখ নেই; এমন যৌবন, যেখানে বার্ধক্য নেই।"
(সহীহ মুসলিম: ২৮৩৭)

"মুমিনের অবস্থা অত্যন্ত আশ্চর্যজনক! তার সব কাজই তার জন্য কল্যাণকর। এটি শুধু মুমিনের জন্যই প্রযোজ্য: যদি তাকে ভালো কিছু দেয়া হয়, সে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, যা তার জন্য কল্যাণকর। আর যদি তার ওপর কোনো বিপদ আসে, সে ধৈর্য ধারণ করে, এটিও তার জন্য কল্যাণকর।"
(সহীহ মুসলিম: ২৯৯৯)

মুমিনের আখিরাতের মর্যাদা শুধু নয় বরং দুনিয়াবি মর্যাদার ব্যাপারেও আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা জানিয়েছেন–

•إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ.

অর্থাৎ,"আমি মুমিনদের জন্য এই পৃথিবীতেও সম্মান দেব এবং আখিরাতেও তাদের মর্যাদা উঁচু করব।"
(সূরা কাহাফ, আয়াত: ৩০)

এছাড়াও মুমিনের প্রতিদান এবং মর্যাদার ব্যাপারে কুরআনুল কারিম ও হাদিসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে।
মুমিনের বৈশিষ্ট্যগুলো আধুনিক সমাজেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সত্যবাদিতা, আত্মত্যাগ, সবর, এবং পারস্পরিক ভালোবাসা আজকের বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি। যদি প্রতিটি ব্যক্তি মুমিনের গুণাবলী অর্জন করতে সচেষ্ট হয় তাহলে সমাজে ন্যায়বিচার ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

পরিশেষে

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرُنكُمُ الْيَوْمَ جَنَّٰتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا، هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.

অর্থাৎ, সেদিন তুমি মুমিন পুরুষদের ও মুমিন নারীদের দেখতে পাবে যে, তাদের সামনে ও তাদের ডান পার্শ্বে তাদের নূর ছুটতে থাকবে। (বলা হবে) 'আজ তোমাদের সুসংবাদ হল জান্নাত, যার তলদেশ দিয়ে নদীসমূহ প্রবাহিত, তথায় তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই হল মহাসাফল্য। (সূরা হাদীদ, আয়াত: ১২)

'জান্নাত' মুমিনের জীবনের একমাত্র চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য! দুনিয়ার বুকে মুমিনের জীবন মুসাফিরখানা মাত্র, যা ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী জীবন কেবলই আখিরাত। যার না আছে আদি, না আছে অন্ত। এবং মুমিনের সাথে দয়াময় মহান রব্বুল আলামীনের ওয়াদা কেবলই 'জান্নাত।'

যা অবলোকন করেনি কোনো চোখ, কল্পনা করেনি কোনো ক্বলব-

جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبِّهِ.

অর্থাৎ, "তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার হবে স্থায়ী জান্নাত, যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা থাকবে স্থায়ীভাবে। আল্লাহ তাদের উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন তারাও আল্লাহর উপর সন্তুষ্ট হয়েছে। এটি তার জন্য, যে স্বীয় রবকে ভয় করে।" (সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত: ৮)

أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهرُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مَنْ سُنْدُسٍ واسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلى الأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ : وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا.

অর্থাৎ, "এরাই তারা, যাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী জান্নাতসমূহ, যার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হয় নদীসমূহ। সেখানে তাদেরকে অলংকৃত করা হবে স্বর্ণের চুড়ি দিয়ে এবং তারা পরিধান করবে মিহি ও পুরু সিল্কের সবুজ পোশাক। তারা সেখানে (থাকবে) আসনে হেলান দিয়ে। কী উত্তম প্রতিদান এবং কী সুন্দর বিশ্রামস্থল!" (সূরা কাহাফ, আয়াত- ৩১)

جَنَّتْ عَدْنٍ يُدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهرُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ ، كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ.

অর্থাৎ, "স্থায়ী জান্নাতসমূহ যাতে তারা প্রবেশ করবে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ। তারা চাইবে, তাদের জন্য তার মধ্যে তাই থাকবে। এভাবেই আল্লাহ মুত্তাকীদের প্রতিদান দেন।" (সূরা নাহল, আয়াত: ৩১)

لا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِّنْهَا بِمُخْرَجِيْن.

অর্থাৎ, "সেখানে তাদেরকে ক্লান্তি স্পর্শ করবে না এবং তারা সেখান থেকে বহিষ্কৃতও হবে না।" (সূরা হিজর, আয়াত: ৪৮)

لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لغوا إلا سلما ولهم رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا.

অর্থাৎ, "তারা সেখানে 'শান্তি' ছাড়া কোন অর্থহীন কথা শুনবে না এবং সেখানে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জন্য থাকবে তাদের রিযক।" (সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৬২)

পরিশেষে, সমাপ্ত করতে চাই আমার প্রিয় আয়াত দ্বারা–

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ ۚ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ ۖ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِى بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ.

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে "*জান্নাত*"তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সঙ্গে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য।" (সূরা আত তাওবাহ, আয়াত: ১১১)

তথ্যসূত্র

•মুমিনের বৈশিষ্ট্য- মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লহ।

•আল ওয়াবিলুস সাইয়্যিব- ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম আল জাওযিয়্যাহ।

•মু'মিনের সফলতা- হযরত মাওলানা মানযুর ইউসুফ।

•Why do we pray?- শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহুল্লহ।

•সবর মুমিনের সাফল্যের সোপান- শাইখ আব্দুক মালিক আল-কাসিম।

•তাফসীর Bangla- Bayaan Foundation.

•**https://play.google.com/store/apps/details?id=com.greentech.quran**

•https://openai.com/

•প্রিভিয়াস ব্যাচের বোনদের থিসিস পেপার।